মডিউল-০৬

শিক্ষণীয় বিষয়: মানব নিরাপত্তা রক্ষায় ভিডিপি সদস্যদের কর্মকৌশল

ক. মানব নিরাপত্তা সম্পর্কে ধারণা

খ. মানব নিরাপত্তার ৭টি দিক (ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশের নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা) সম্পর্কে ধারণা

গ. মানব নিরাপত্তা রক্ষায় স্বেচ্ছাসেবী ভিডিপি সদস্যদের করণীয়

মডিউলটির উদ্দেশ্যঃ

- ✓ মানব নিরাপত্তা কী এই সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের অবহিত করা।
- ✓ মানব নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা।
- ✓ মানব নিরাপত্তার প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা।
- ✓ মানব নিরাপত্তা কীভাবে সমাজের সামগ্রিক নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করে এই সম্পর্কে ধারণা দেওয়া।
- ✓ মানব নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে উদ্যমী তরুণসমাজ এবং স্বেচ্ছাসেবকরা কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে সেই সম্পর্কে আলোকপাত করা।
- ✓ মানব নিরাপত্তায় ভিডিপি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য হিসাবে সমাজে কীভাবে ভূমিকা পালন করতে হবে সেই সম্পকে দিক-নিদের্শনা প্রদান।

মানব নিরাপত্তা কীঃ

মানুষের জীবনে পরিপূর্ণভাবে বিকাশিত হওয়ার জন্য অর্থাৎ ইহ জগতে মানুষের উন্নয়নের জন্য যত প্রকারের হুমকি রয়েছে সেই সকল হুমকিসমূহ হতে নিরাপদ থাকাকে বলা হয় মানব নিরাপত্তা। এই নিরাপত্তা পরিবার থেকে শুরু হয়ে বিশ্ব পরিমন্ডলে বিস্তৃত। সহজভাবে বলতে গেলে মানব নিরাপত্তা হচ্ছেঃ

ক) ভীতি থেকে স্বাধীনতা অর্থাৎ নিরাপত্তাজনিত ভীতি হতে স্বাধীনতা লাভ।

খ) অভাব থেকে স্বাধীনতা লাভ।

গ) মর্যাদায় বসবাসের স্বাধীনতা।

মানব নিরাপত্তার বিভিন্ন দিকসমূহঃ

মানব নিরাপত্তার প্রধান প্রধান দিকগুলো হলোঃ

- ✓ অর্থনৈতিক সুরক্ষা
- ✓ খাদ্য সুরক্ষা
- ✓ স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- ✓ পরিবেশ সুরক্ষা
- ✓ ব্যক্তিগত সুরক্ষা
- ✓ সামাজিক সুরক্ষা এবং
- ✓ রাজনৈতিক সুরক্ষা।

অর্থনৈতিক সুরক্ষাঃ

অর্থনৈতিক সুরক্ষার সাথে জড়িত মানদন্ডগুলির মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক আয়ের সুরক্ষা, কর্মসংস্থান এবং এই জাতীয় অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা।

খাদ্য সুরক্ষাঃ

খাদ্য সুরক্ষা হচ্ছে প্রাথমিক পুষ্টি এবং সুলভ মূল্যে ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে বিশুদ্ধ/ভেজাল মুক্ত খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা ।

স্বাস্থ্য সুরক্ষাঃ

স্বাস্থ্য সুরক্ষা বলতে বুঝায় নিরাপদ পানির সরবরাহ, নিরাপদ পরিবেশে বসবাস, স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চয়তা, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী মূল্যে পরিবার পরিকল্পনা, গর্ভাবস্থা ও প্রসবের সময় সহায়তা, এইচআইভি /এইডস প্রতিরোধ এবং এই জাতীয় বিভিন্ন বিষয়কে আমলে রেখে অন্যান্য রোগ এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা।

পরিবেশ সুরক্ষাঃ

পরিবেশগত সুরক্ষা হল জলের দূষণ রোধ, বায়ুদূষণ রোধ, বনভূমির সুরক্ষা, পরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সেচ জমি সংরক্ষণ, খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদির মতো প্রাকৃতিক ঝুঁকি রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ।

সামাজিক সুরক্ষাঃ

সম্প্রদায়গত সুরক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা এবং সাধারণত অনুষ্ঠিত মূল্যবোধের সংরক্ষণকে অন্তর্ভুক্ত করে। এর মধ্যে রয়েছে জাতিগত বৈষম্য বিলুপ্তি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, জাতিগত দ্বন্দ্ব রোধ ও আদিবাসীদের সুরক্ষা, ধর্মীয় সুরক্ষা ইত্যাদি ।

রাজনৈতিক সুরক্ষাঃ

রাজনৈতিক সুরক্ষা হল মানবাধিকার রক্ষা এবং সকল মানুষের মঙ্গল নিশ্চিত করা । এর মধ্যে চিন্তার স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা এবং ভোটদানের স্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। রাজনৈতিক হয়রানি মূলক মামলা হতে নিস্তার লাভ, ন্যায় বিচার পাওয়ার নিশ্চয়তা, পদ্ধতিগতভাবে খারাপ আচরণ এবং গুম/অন্তর্ধানের বিষয়টিও রাজনৈতিক সুরক্ষার আওতাভুক্ত।

মানব নিরাপত্তার প্রকারভেদঃ-

১) **অর্থনৈতিক নিরাপত্তা:** দেশে দেশে যুদ্ধ,খরা এবং প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম দূর্যোগের কারনে বিশ্বব্যাপি মানুষের যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে তা থেকে সুরক্ষা পাওয়াই অর্থনৈতিক নিরাপত্তার উদ্দেশ্য যেমন-ইউক্রেন সংকটের কারনে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকট কিংবা করোনা মহামারীর ফলে সৃষ্ট সংকট।

২) **পরিবেশ নিরাপত্তা:** ধনী দেশগুলোর ব্যবহৃত নানা প্রযুক্তি, শিল্পন্নোত দেশগুলোর খনিজ জ্বালানী ব্যবহারের ফলে বিশ্বব্যাপি উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় উপকূলীয় অঞ্চল সমুদ্রে বিলীন হচ্ছে এবং বন উজার হয়ে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে যা মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে তুলছে। যেমন-বাংলাদেশ উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ নানা নিরাপত্তাহীনতায় জীবন যাপন করছে।

৩) **খাদ্য নিরাপত্তা:** খাদ্য নিরাপত্তা মানব নিরাপত্তার অন্যতম উপাদান। ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে এশিয়া ও আফ্রিকা অঞ্চলে মানুষ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে এবং বেড়েছে খাদ্য পণ্যের দাম। খাবারের অভাবের কারনে আফ্রিকার শিশুদের অনাহারে থাকা খাদ্য নিরাপত্তার অর্ন্তভূক্ত এর ফলে বাংলাদেশেও নানা ধরণের খাদ্য পণ্যের দাম বেড়েছে।

৪) **স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা:** পারমানিক অস্ত্র, আধুনিক প্রযুক্তি, কৃষিতে রাসায়নিক উপাদান, বিলাসজাত দ্রব্যের ব্যবহার মানুষের স্বাস্থ্য নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করছে। অনিয়ন্ত্রিত বর্জ্য ব্যবস্থার কারণেও পরিবেশ দূষণের মাধ্যমে মানুষ নানা রকমের রোগ ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে।

৫) **ব্যক্তিগত নিরাপত্তা:** জীবনের নিরাপত্তা মানুষ নিরাপত্তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সরাসরি মানুষের জীবনের নিরাপত্তা মানব নিরাপত্তার প্রধান উপাদান। সমাজে নিরাপদে বসবাস, নিরাপদ চলাচলসহ অন্য ব্যক্তির দৈহিক/মানসিক আঘাত হতে সুরক্ষা পাওয়া এর অংশ।

৬) **রাজনৈতিক নিরাপত্তা:** রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট মানুষ রাজনীতি করবে এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন সাধিত হবে। গুম,হত্যা, ক্রসফায়ার প্রভৃতি থেকে একজন রাজনৈতিক কর্মীর নিরাপদ থাকাই রাজনৈতিক নিরাপত্তার বৈশিষ্ট্য।

৭) **সম্প্রদায়ে নিরাপত্তা:** একটি দেশ একাধিক সম্প্রদায়, জাতি, গোষ্ঠি বসবাস করে। প্রতিটি সম্প্রদায়,গোষ্ঠিকে দল,মত নির্বিশেষে সমান মর্যাদার অধিকার দেয়া এবং সুরক্ষা দেয়াই সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার অর্ন্তভূক্ত।

মানব নিরাপত্তার অভাব কীভাবে সমাজের সামগ্রিক নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করতে পারে?

নিম্নোক্ত ভাবে মানব নিরাপত্তার উপাদাসমূহ সমাজের সামগ্রিক নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করতে পারে।

- ✓ অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাবে সমাজে বেকারত্ব, মাদক, চুরি, হত্যা, সামাজিক অসন্তোষ, ডাকাতি, এমনকি দাঙ্গা-হাঙ্গামার এবং পরিশেষে সমাজে সম্পূর্ণ অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে।
- ✓ পরিবেশগত নিরাপত্তার অভাবে সমাজে দূষণ সর্ম্পকিত রোগ ব্যাধি, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, খরা, বন্যার পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে ফলে সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি হবে। খাদ্যাভাব দেখা যাবে, মানুষের স্বাভাবিক বিকাশ ক্ষতিগ্রস্থ হবে।
- ✓ সমাজের মানুষের যদি পুষ্টিকর ও তাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে সুলভ মূল্যে মানসম্পন্ন খাদ্য উপাদান ক্রয় করতে না পারে তাহলে সকল নিরাপত্তাগত উপাদান সমূহ যথা আইন-শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ভেঙ্গে পড়বে। যা দেশের সামাজিক নিরাপত্তাকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে।
- ✓ সংক্রামক রোগ ব্যাধি, অস্বাস্থ্যকর জীবন যাপন সম্পর্কিত রোগ ব্যাধি এবং অপুষ্টির প্রভাবে একটি ভঙ্গুর জনগোষ্টি তৈরি হবে ফলে সমাজ বিকাশের প্রধান অন্তরায় অবস্থার সৃষ্টি হবে। ফলে দেখা যায় স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা অন্যান্য সকল নিরাপত্তাগত ধারণাকে প্রভাবিত করেছে।
- ✓ চিন্তা, চেতনা, বাক-স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনভাবে তার নির্বাচিত জন প্রতিনিধি নির্বাচন করার স্বাধীনতা না থাকলে পরিশেষে তা জন বিস্ফোরণ সৃষ্টি করে যা অতি সম্প্রতি বাংলাদেশে ঘটেছে। এই ধরণের চাপা ক্ষোভ সমাজের সামগ্রিক নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে।
- ✓ সাম্পদায়িক সম্প্রীতি, অন্যান্য মতের সাথে সহাবস্থান নিশ্চিত না করা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার পথ বন্ধ করার ফলে জন বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়।

উপরের আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে মানব নিরাপত্তার প্রতিটি দিক দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করে।

মানব নিরাপত্তায় উদ্যোমী তরুণ সমাজ/স্বেচ্ছাসেবকরা যেভাবে ভূমিকা রাখতে পারেঃ

- ✓ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা অর্জনে সঠিক শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানে নিজেকে নিয়োগ করা, কর্মমুখী শিক্ষার প্রসারে জন সচেতনতা সৃষ্টি করা, উৎপাদনমুখী কৃষি কাজে নিজেদেরকে এবং অন্যদেরকে সচেতন করা।
- ✓ খাদ্যে ভেজাল মিশানো প্রতিরোধ, পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ এবং উৎপাদনে সচেতনতা তৈরি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, উচ্চমূল্যের ফল ফসল উৎপাদন এবং সুলভ মূল্যে ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে সকলের নিকট খাদ্য বন্টনে মনিটরিং এবং সচেতনতামূলক ভূমিকা পালন করতে পারে।
- ✓ সংক্রামক ব্যাধি, অপুষ্টি, অসংক্রামক ব্যাধি, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নিজ পরিবার হতে এর চর্চা শুরা করা।
- ✓ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় সকল ধর্ম বর্ণ গ্রোত্র নির্বিশেষে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিতে মানুষে মানষে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং পারস্পারিক আস্থা তৈরিতে কাজ করতে হবে।
- ✓ অন্যের মত, পথ, চিন্ত, চেতনাকে সম্মান জানাতে শিখতে হবে। আত্ম-সমালোচনা করতে হবে এবং সমালোচনাকে সহজভাবে এবং আত্মশুদ্ধির উপায় হিসাবে প্রচার/প্রসার করতে হবে।

মানব নিরাপত্তার বিভিন্ন বিষয় গুলো সম্পর্কে অবহিত করার পর প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতি দিক-নির্দেশনাঃ

অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করতে হবে অর্থাৎ অভাব থেকে মুক্তি লাভ করতে হবে। সেই জন্য শুধু চাকুরির আশায় না থেকে নিম্নোক্ত কাজগুলোর প্রতি নজর দিতে হবেঃ-

ক) আত্ম-কর্মসংস্থান এবং কর্মমুখী প্রশিক্ষণ গ্রহণ যথা ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ, উচ্চ মূল্যের ফল ফসল উৎপাদন প্রশিক্ষণ, কম্পিউটার/প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ, পেশাগত/বিশেষায়িত জ্ঞন অর্জন করে নিজের কর্মসংস্থান নিজে করতে হবে।

খ) পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ, বাল্য বিবাহ রোধ, খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ, সামাজিক অপরাধ প্রতিরোধ, বাজার সিন্ডিকেট প্রতিরোধ, অবৈধ মজুতদার, সন্ত্রাসী, চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ীদেরকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে ধরিয়ে দেওয়াসহ নানা ধরণের সামাজিক সাংস্কতিক বিষয়ে এগিয়ে আসতে হবে। মানুষকে উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

গ) তোমাদেরকে অন্যের মতামতকে সম্মান করতে হবে। অন্যের চিন্তা, চেতনা বাক স্বাধীনতাকে সম্মানের সাথে নিতে হবে। আত্ম-সমালোচনা শিখতে হবে। সামাজিক ন্যায় বিচার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ধারণা সমাজের প্রতিটি মানুষের নিকট পৌঁছে দিতে হবে।

ঘ) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, আন্তঃ ধর্মীয় সংলাপ ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদান করতে হবে। ধর্মে ভিত্তিতে বৈষম্য সৃষ্টি করা হতে বিরত থাকতে হবে।

ঙ) পরিশেষে ভয় এবং অভাব এই দুই প্রধান অভিশাপ হতে সমাজকে মুক্ত করতে হবে। মানুষকে যদি সকল প্রকার ভয় এবং অভাব হতে মুক্ত করতে পারো তাহলে এই দেশ প্রকৃতই সোনার দেশে রূপান্তিত হবে এবং সেই যাত্রার শুরু করতে হবে তোমার নিজের রূপান্তরের মাধ্যমে, তারপর তোমরা পরিবার, তোমার দেশ চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তি লাভ করবে।

পরিশেষে আমরা আশা করি আজকে এই মডিউলের পাঠদানের মাধ্যেমে তোমরা পাঠ পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করেছো এবং তোমাদের জীবনে এবং সমাজের সকল ক্ষেত্রে মানব নিরাপত্তায় প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে।